পোস্টমাস্টার, পুসকিন এবং রবীন্দ্রনাথ

আনন্দময় রায়

ক " তোকে চিঠিতে লিখেছিলেম কাল 7p.m. এর সময় কবি কালিদসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেন্ট করা যাবে। বতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্ট্‌মাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্ট্‌মাস্টারে দাবি ঢের বেশি- আমি তাকে বলতে পারলুম না 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ আবশ্যক আছে ,- বললেও সে লোকটা ভাল বুঝতে প ারত না। অতএব পোস্ট্‌মাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আম াদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্‌অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখন আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্‌ম াস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম, এবং সে গল্পটি যখন হিতবদীতে বেরোল তখন অমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যায় আমি চুপ করে বসে শুনি, ওর মধ্যে আবার বেশ একটুখানি হাস্যরসও আছে। তাই জন্যে শীঘ্র জমিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত দিন চুপচাপ একলা বসে থেকে মাঝে মাঝে এই রকম জীবন্ত মানুষের সংঘাতে আবার যেন সমস্ত জীবনটা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে।....."

খ. " Show me the man who has never cursed the master of a positing sation, or who has never wrangled with one; the man, who, in a moment of fury, has not demanded the fatal volume in which to enter useless complaints of arbitary behaviour, rudeness and unpunctuality; who does not cnsider postmasters as monsters in human from, as bad as certain defunct officials, or at any rate no better than the Muram robbers. We will endeav our to be just, however, and to put ourselves in their place, and then, perhaps, we shall judge them with much greater indulgence. What is a postmaster? He is a veritable martyr among petty officials, protected from blows and cuffs by nothing but this official rank of his, and even this does not always save him (I appeal to the conscience of my readers)."

১৮৯১ সালের মে মাসের শেষ থেকে দার্শনিক পন্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'হিতবদী' সাপতোহক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। এর সহিত্য-সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩১৭ সালের ২৮ ভাদ্র পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন ঃ

"সাধনা বহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। ... সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প, সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই। ছয় সপ্তাহকালে লিখিয়াছিলাম।"

সাহিত্য-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কাজ ছিল একটিই। প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন গল্পের জোগান দেওয়া। কিন্তু ততদিনে তাঁর বোট পদ্মার বুকে শু করেছে উদার সাঁতার। এরই মাঝে চরমপন্থী ও নরমপন্থী শিবিরের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে দ্বিধাগ্রস্ত চিন্তা, অশান্ত মন। তবুও নগর-সভ্যতার সংকীর্ণতা থেকে বহুদূরে সরে আসা রবীন্দ্রন াথের দিন কাটছে সৌন্দর্য-তন্ময়তায়, রোমান্টিক প্রকৃতি-সম্ভোগ।

"..... আর সেই প্রকৃতির পটভূমিতে যে সহজ সরল মানুষ নিজের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা নিয়ে পদ্মার ঢেউয়ের মতো জাগছে, ভাঙছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, তারাও এসে তাঁর সৃষ্টির ভেতর বাসা নিয়েছে। দিকবিকীর্ণ ধূ-ধূ মাঠ। নদীর জল, "কাঁপন-লাগা ঝউয়ের শিরে" সন্ধ্যাতার, -- শুকতারা -- দের নিয়ে তাঁর মন ভেসে চলেছে কল্পনার সোনার তরীতে; আর গ্রাম্য পোস্টমাস্টার, বেদে বাউল,শ্বশুর বাড়ি- যাত্রিণী পাড়াগেঁয়ে ছোট মেয়েটি, "যোবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী--" গেয়ে চলা রসিক নৌকাযাত্রীর, কাঠের মাস্তুল গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা-করা কতগুলি ছেলেমেয়ে--এরাই তাঁর গল্পের উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ; এদের বীজঙ্কুরেই তাঁর কথাকুঞ্জ বিকশিত হচ্ছে।"

'হিতবদী' সাপ্তাহিকীতে মাত্র গুটি ছয়েক গল্প লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'দেনা-পাওনা,' 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা,' 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি,' 'গিন্নি' -র পাশাপাশি 'পে

াস্টমাস্টার' জীবন ও প্রকৃতির দৈততানে খুঁজে পেল বাংলা ছোটগল্পের পরমতম সিদ্ধি।

১৮৩০ সালে বলদিনোতে বসে আলেকজান্দার পুশকিন লিখেছিলেন ইভন বেলকিনের কাহিনীগুলি। সময় শরৎকাল। অক্টোবরের ২০ তারিখের মধ্যে কাহিনীগুলি শেষ করার পর ৯ই ডিসেম্বর পি. এ. প্লেত্নেভ্কে লেখা একান্ত ব্যক্তিগত কেটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন পাঁচখানি কাহিনীর কথা। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে এই কাহিনীগুলিই মস্কোতে বসে এম. পি পোগোদিনকে পড়ে শুনিয়েছিলেন পুশকিন। "প্রয়াত বেলকিন" ছদ্মনামেই কাহিনীগুলি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তিনি, "সম্পাদকের নিবেদন" সংক্রান্ত একটি ভূমিকাও জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁর সাথে। প্রকাশক ছিলেন প্লেত্নেভ। গোগোলের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি পৌঁছেছিল তাঁর কাছে। প্লেত্নেভকে লেখা আর একটি চিঠিতে পুশকিন লিখেছিলেন, তাঁর নামটি যেন স্মারদিনের কানে গোপনে পৌঁছে দেওয়া হয়। আর স্মারদিনও যেন তা পৌঁছে দেন পাঠকের কাছে। এঁরাই তাঁর ক্রেতা, ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয় 'প্রয়াত ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের কাহিনীমালা' (The Tales of Late Ivan Petrovich Belkin)। আবার ১৮৪৩ সালেই পুশকিনের নাম সংযোজিত হয়ে এটি প্রকাশিত হয়। এই কাহিনীমালার অন্যতম, কাহিনী 'The Postmaster' রচনাকাল ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩০।

'The Postmaster' কাহিনীর পরিকল্পনারছক করেছেন পুশকিন। পুশকিন তো নয়, পরিকল্পনার নীল-নকশা বনিয়েছেন ইভান পেত্রোভিচ্ বেলকিন। তাঁর কাহিনী কাঠামো এই রকম ঃ

"The Following Plan has been preserved: About Postmasters in genersl unfortunate, kindhearted people. My postmaster is a widower with a grown daughter.
This post has since neen closed down. I drove along this road the other day, and did not find the daughter. The daughter's story. A scribe falls in love with her. Follows her to St. Petersburg sees her at a dance. On his return, he finds her father dead. The daughter comes home. A grave on the outskirts of the village. I drive away from this place. The scribe is dead, my driver tells me about the daughter."

কাহিনী কাঠামোর আদলটি এত নিখুঁত, এত পারম্পর্যময়, এত ঘনপিনদ্ধ, এত বাঙময় যে আসন্ন বিপর্যয়ের অনামী ইঙ্গিত স্পষ্টতর হতে থাকে সুহৃদ পাঠকের অন্তরঙ্গতায়।

পুশকিনের গল্পকথক ইভান পেত্রোভিচ্ বেলকিনের চোখে ঊনবিংশ শতাব্দীর ডাকবাবুরা কেমন? তাঁদের কাজকর্মের চরিত্রটিই বা কি?

/.......ঢব্দস্প্সব্ধ ড়ন্দব্দ ভ্রপ্সত্তজস্ন্ন্দ্বজনব্ধন্তব্ধপ্ত ড্রত্তজস্তু প্তস্প্রাত্তজ ঞ ত্বপ্স জন্দ্বব্দব্ধ ন্দ্বনব্ধড়ন্দ্বজ স্তুস্ত্রস্তপ্সজ স্তুন্দ্বব্ধড়ব্ধ ঞ বড়ন্দ্ব ব্ধত্তন্দ্বপ্তপ্তন্দ্বত্তজ স্মাপ্সত্তজব্দ প্সত্তব্ধত্রপ্তপ্ত ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্বপ্রব্ধনপ্সব্দ ত্রন্তন্তপ্সত্তপ্রত্তপ্রব্ধন্দ্বস্তু স্তুত্তজন্তব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব স্তুন্দ্বস্তুনপ্সত্তব্দ ন্দপ্সত্তজন্দ্বন্ত ত্তস্মাপ্সঃ ব্ধড়ন্দ্ব স্মাপ্সব্দব্ধপ্সব্দব্ধন্দ্বজ. বড়ন্দ্ব ভ্রন্দ্বব্ধড়ন্দ্বত্তজ নব্দ ত্রব্ধজপ্সন্তনপ্সত্তব্দ, ব্ধড়ন্দ্ব জপ্সস্তুব্দত্রস্প্রপ্সন্ত্রব্ধপ্ত, ব্ধড়ন্দ্ব স্তুত্তজন্নন্দ্বত্তজ ব্দব্ধত্তস্তুজঃ, ব্ধড়ন্দ্ব ড়প্সজব্দন্দ্বব্দ প্তস্রস্ত --ক্রস্তু ন্দ্রপ্সত্তজত্রপ্তপ্ত ব্ধড়নব্দ ব্ধড়ন্দ্ব স্মাপ্সব্দব্ধপ্সব্দব্ধন্দ্বত্তজ প্সত্তব্দব্ধ ব্ধন্সন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব স্তুপ্সন্দ্ব. বড়ন্দ্ব ব্ধত্তন্দ্বপ্তপ্তন্দ্বত্তজ ভ্রড়প্স ন্দ্বব্ধন্দ্বজব্দ ড়নব্দ স্মাপ্সপ্সজ স্তুভ্রন্দ্বপ্তপ্তন্দ্বজন্দ্বব্ধজস্তুব্দ ড়নপ্সত্রব্দত্র ন্দ্রপ্সন্দ্বক্রস্তু ব্ধড়ন্দ্ব স্মাপ্সব্দব্ধপ্সব্দব্ধন্দ্বত্তজ নব্দ ন্দ্রপ্সত্তজব্ধত্তব্ধন্দ্ব নন্দ্র ড়ন্দ্ব ব্দত্তন্তন্তন্দ্বন্দ্বস্তুব্দ ন্ড ব্দপ্সপ্সঃ ঋব্দন্দ্বব্ধন্তব্ধজনস্তু প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ত্তন্নন্দ্বব্ধন্দ্বস্তু ঋত্তন্দ্বব্দব্ধ. ট্রস্তু নন্দ্র ব্ধড়ন্দ্বজন্দ্ব ব্দড়প্সত্তপ্তস্তু ড্রস্মান্দঃ ব্ধপ্স স্তুব্ধস্প্স ড়প্সজব্দন্দ্বব্দনপ্তস্তুন্দ্বক্ক ণ্ড্রন্দ্বন্দ্বব্দ, ভ্রড়ব্ধ প্সব্ধড়ব্দ, ভ্রড়ব্ধ ব্ধড়ত্তজন্দ্বব্ধব্দত্রব্ধন্দ্ব ব্দড়প্সভ্রন্দ্বত্তজন্দ্বস্তু প্সঃ ড়নব্দ ড়ন্দ্বস্তুক্ক ণ্ড্রন্দ্ব নব্দ ন্দ্রপ্সত্তজন্তন্দ্বস্তু ব্ধপ্স জত্তঃ ন্দ্রত্তজপ্সপ্প ড়প্সত্তব্দন্দ্ব ব্ধপ্স ড়প্সত্তব্দন্দ্ব ন্ড জন্দ্রক্রস্তু প্সত্তস্তু ড়ন্দ্ব ঋপ্সন্দ্বব্দ প্সত্তব্ধ ন্ব্ধপ্স ব্ধড়ন্দ্ব স্মাপ্সজন্তড় ভ্রড়নপ্তন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব ব্দব্ধজপ্সপ্প জন্দ্বব্দক্রস্তু ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রত্তজপ্সব্দব্ধব্দ প্সন্দ্র ঞ্চত্তজন্তস্মাজন্দ্বনপ্ত, ন্দত্তব্দব্ধ ব্ধপ্স ঋব্দব্ধত্র প্সপ্সপ্সন্দ্বব্ধ'ব্দ জন্দ্বব্দস্মানব্ধন্দ্ব ন্দ্রত্তজপ্সপ্প ব্ধড়ন্দ্ব ব্দড়প্সত্তব্ধব্দক্রস্তু স্মাত্তব্দড়ন্দ্বব্দ প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব নন্দ্রব্ধন্দ্ব ব্ধত্তন্দ্বপ্তপ্তন্দ্বত্তজ.*

বেলকিন কথিত পোস্টমাস্টারটির নাম স্যামসন ভাইরিন। স্মৃতির পীড়নে ব্যাথতুর গল্পকথকের সমব্যথী মন ও মনন একের পর এক মেলে ধরে তাঁর (ডাকবাবুটির) হা-হা জীবনের অতলান্ত, অনিবার্য কথামালা। রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টারকে এত ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়নি মোটেই। পুশকিনের পোস্টমাস্টরের সাথে তাঁর ব্যবধান খুব বিরাট, ব্যাপক কিছু নয়, মাত্র ষাটটি বছর। তবুও তাঁর পরিচয়টি কেমন?
"..........আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে যে রকম হয়, এই গন্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার, আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে -সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে। বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো কারিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ াধিক নাই। কখনো-কখনে া দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন।"

এই পোস্টমাস্টারটির নামটি পর্যন্ত এক অজ্ঞাত কারণে পাঠকের কাছে গোপন রাখেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু জানি তিনি উলাপুর গ্রামের পোস্টমাস্টার।

পুশকিনের গল্পকথক বেলকিন গ্রীষ্মের এক পশলা বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে পৌঁছেছিলেন পোস্টমাস্টার স্যামসন ভাইরিনের ডেরায়। তাঁর চোখের সামনে পোস্টমাস্টারের জীবনের ট্র্যাজেডির এক একটি অঙ্কের পটোত্তলন হয়েছে, আনন্দ - বেদনার মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় আপ্লুত হয়েছেন তিনি। বিপত্নীক পোস্টমাস্টারের একমাত্র সন্তান কন্যা দনিয়াকে ঘিরে তাঁর কান্না-হাসির দোলা দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালার নিয়ত আবর্তন এক মুর্হূতে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে ট্র্যাজেডির ঝোড়ো তাণ্ডব। সেই ট্র্যাজিডিকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছে দুনিয়া নিজে, তার জারক হসে সংপৃক্ত করেছে নিজেকে আর সেই বিধবংসী বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে জন্মদাতাকে।

আর এভাবেই গল্পকথক বেলকিনের দৃষ্টিপথে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে পোস্টমাস্টার ভাইরিনের জীবনে ট্র্যাজেডির তিনটি ক্রমপর্যায়। গল্পকথকের চোখে ভইরিন-তনয়া দুনিয়া কেমন ?

“.....a girl of some fourteen summers emerged from behind a partition-wall and scampered to the porch. I was struck by her besuty. “Is that your daughter?” I asked the postmaster. “yes,” he replied with an air of complacency.” And she’s so clever, so quick, just like her dear mother before her.”

অনিবার্যতার হাত ধরে গল্পকথক মুখোমুখি হন পোস্টমাস্টার ভাইরিন ও তার কন্যা দুনিয়ার। নিজেই চরিত্র হয়ে ওঠেন অচিরাৎ।

“The little conquette was not slow to observe the impression she had made on me, and lowered her great blue eyes demurely. I entered into conversation with her and she answered without the slightest signs of embarassment, like a girl who had seen something of the world. I offered her father a glass of punch. To Dunya, I handed a cup of tea, and we all three chatted together as if we had known one another for ages.”
দুনিয়া তাঁকে জানিয়েছে বিদায়-চুম্বন। তারপরই ট্র্যাজেডির করাল রাত্রি। বিশ্বাসঘাতক অন্ধকারে হরিয়ে যাচ্ছে মনুষ্যত্ব।

পুশকিনের পোস্টমাস্টার স্যামসন ভাইরিন ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক । যত দ্রুত সেই ব্যক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে, ততটা দ্রুত এগিয়ে আসে ট্র্যাজেডির অশ্রুসিক্ত মুহূর্তগুলি। অশ্বারোহী বহিনীর তণ সৈনিকটি যে মুহূর্তে পোস্টমাস্টারের বাড়িতে পা রখে, মুখোমুখি হয় দুনিয়ার, সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা একটু একটু করে জেগে উঠতে থাকে যৌবনের কামনাকীর্ণ প্রতাশার শয্যায় -- তখনই, ঠিক তখনই প্রতিবিম্বিত হয় ট্র্যজেডির প্রথম ধাপটি।
ট্রজেডির দ্বিতীয় ধাপের প্রস্তুতটি এই রকমঃ সেই তণ সৈনিক অসুস্থতার ভান করে পড়ে থাকে ভাইরিনের ডেরাতে। সেবার হাত বাড়িয়ে দেয় দুনিয়া। ভৃত্য ছটে যায় ডাক্তারবাবুর কছে। ডাক্তারবাবু এলে দু’জনার মধ্যে কথা হয় বিজাতীয় ভাষায়। পঁচিশটি বল ও নৈশভোজের নিমন্ত্রণও পেয়ে যান ডাক্তারবাবু। আরও একটি সন্ধ্যা সেখানে কাটিয়ে দেয় তণ সৈনিকটি। পোস্টমাস্টারের ট্র্যাজেডির তৃতীয় ধাপের জন্য দায়ী তিনি নিজে। তিন দিন পর সৈনিকটির বিদায়বেলায় কন্যা দুনিয়াকে তার (সৈনিকটির) ঘোড়ার গাড়িতেগ্রামের গীর্জা পর্যন্ত পৌঁছে দেবারসানন্দ সম্মতি দিয়ে দেন তিনি। এই অন্তিম ভ্রান্তিটাই পোস্টমাস্টারের জীবনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল জীবনে অন্তিম অন্ধকারের, আগ্রাসী বিষণ্ণতার পর্দা টেনে দেয়। কন্যা দুনিয়া চিরকালের মতো হারিয়ে গেল, ছিন্ন করে দিয়ে গেল স্নেহ-ভালোবাসা মমতায় সংপৃক্ত পিতৃত্বের সহজাত বন্ধন। গল্পকথক বেলকিন যখন তাঁর প্রথম সাক্ষাতকারে পোস্টমাস্টারকে দেখেছিলেন তখন তিনি
“.......a man of about fifty. hale and cheerful, his long green frockcoat adorned with three medals dangling from faded ribbons.”

আর এখন? দ্বিতীয় সাক্ষাতকারে গলপকথক রেখলেন এক বিধবস্ত মানবাত্মার কণ প্রতিচ্ছবি। নেশায় ডুবে থাকা এক হতশ্রী মানব,

/ঢব্ধ ভ্রব্দ ত্ত্রপ্পনব্দপ্সল্ল ম্ভজন্ত ড়নপ্পব্দন্দপ্তন্দ্র, ত্মব্ধ ড়প্সভ্র ড়ন্দ্ব ড্রুস্তত্রব্ধন্দস্ত ক্ক ড়নপ্তন্দ ড়ন্দ্ব ভ্রব্দ ন্তপ্সন্দ্বাম্ভন্তব্ধপ্সত্তব্ধ প্পম্ভপ্সজস্তন্দ্বজ ঢস্পব্ধনন্তন্দ্বস্ত ড়নব্দ ন্ধজন্দ্বম্ভ ড্রুনজ, ব্ধড়ন্দ্ব স্তন্দ্বন্দ্বম্মা প্তন্তন্দ্বব্দ ন্ত ড়নব্দ ত্তব্দড্রন্দ্ব ন্তড়ন্দ্বন্দপ্সব্দত্রুস্ত ড়নব্দ স্ত্মভ্রন্দ্বস্ত ব্দড়প্সত্তপ্তস্তন্দ্বজব্দ,ত্রুস্ত ন্তপ্সত্তপ্তস্ত স্পব্ধ ন্তপ্সন্ধন্ত প্পম্ভত্রব্দব্ধপ্সনব্দড়প্পন্দব্ধ ব্ধড্রুব্ধ ব্ধড়জন্দ্বন্দ্ব প্সজ ন্দ্রপ্সত্তজ ম্ভদ্ধজব্দ ব্দড়প্সত্তপ্তস্ত ড্রুন্দ্ব ব্ধজ্রুব্দন্দ্রপ্সজপ্পন্দ্বস্তত্র জপ্সত্মব্দব্ধ প্পু ন্দব্ধপ্সত্র ন্দ্রজ্রনপ্তত্রুন্তনন্দব্ধ.*

পোস্টমাস্টার ভাইরিনের হতশ্রী ঘরদোর যেন তাঁর ট্র্যাজেডিরই প্রতিবিম্ব।

“The table and bed were in their old places, but there were no longer flowers on the window-sill, and everything in the room spoke of decay and neglect.”

ফুলহীন ছন্নছাড়া আসবাবপত্রগুলি যেন নিঃস্ব, হতমান পোস্টমাস্টারটির নিঃসীম অসহায়তার গাঢ় চিত্রকল্প (আরো ভালো করে বলা যায় প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ) হিসেবেই হাজির, আর তারই কেন্দ্রস্থলে পাকসাট মারে রক্তের পুত্তলীহারা স্যামসন ভাইরিনের ছিন্ন কাতরতা, হঠকারী ষড়যন্ত্রে নিষ্পেষিত দীর্ঘশ্বাস।

“So you know my Dunya?” he began. “Ah, who did not know her! Ah, Dunya! What a girl she was! Everyone who came here used to praise her, no one had a ward to say against her. The Ladies used to give her presents--some a kerchief, some a pair of ear-rings. When gentlemen came to the posting station they would stop on purpose, as if for dinner or supper, but really for the sake of looking at her a little longer. However angry a gentleman might be, he would calm down at the sight of her, and speak graciously to me. you will hardly believe it, but couriers and state-messengers would talk to her by the half-hour. My home depended on her she found time
ব্ধপ্স ন্তপ্তন্দ্ধ ড়প্সত্তব্দন্দ্ব, ব্ধপ্স ন্তপ্সপ্সস, ব্ধপ্স স্তপ্স ন্দ্বন্দ্বজম্ভব্ধড়ন্তন্ধ ট্রস্ত ঢ, প্সপ্তস্ত ন্দ্রপ্সপ্সপ্ত, ন্তপ্সত্তপ্তস্ত স্পব্ধ ব্ধন্সন্দ্ব প্পম্ভ ন্দ্বম্ভদ্বব্দ প্সন্দ্রন্দ্র ড়ন্দ্বজ, ন্তপ্সত্তপ্তস্ত স্পব্ধ

ন্তুস্ক্ষন্ধ্র্ন্দ প্পন্তন্দস্পন্ত ন্দ ড়ন্দ্বজ. ডডনস্তুস্পন্ধ ঢ পুস্প্লন্দ্ব প্পন্ত ডডন্তুন্তু, স্তুনস্তুস্পন্ধ ঢ ন্তুড়ন্দ্বজনব্দড় প্পন্তন্তুড়নপুস্তু ঞ্জ ডডনস্তুস্পন্ধ ব্দড়ন্দ্ব ড্ব্রন্দ্বক্র ন্দ্র্বব্দন্ত পুনন্দ্রন্দ্ব ঞ্জ চন্তুন্ধ ন্তুস্পন্ত ন্তুব্দ'ন্ধ ব্দন্দ্ধন্দ্ব প্সন্দ্রন্দ্র স্তুনব্দ্রব্দন্ধন্দ্বজ ন্তুন্মান্ত্রন্তুন্দ্বজব্দ--ন্ধড়ন্দ্বজন্দ্ব নব্দস্প ন্দ্বব্দন্ত্রন্মান্দ্ব ন্দ্রজস্পপ্প স্তুন্দ্বব্দন্ধন্দন্তু*

পুশকিনের পোস্টমাস্টারের মতো রবীন্দ্রনাথের উলাপুর গ্রামের পোস্টামাস্টারের জীবনে ট্র্যাজেডি সরাসরি আসেনি। পারিপার্শ্বিকতা, বাহ্যিক পরিমণ্ডল পোস্টমাস্টারের চিন্তলোকে যে অপ্রতিভ, অসহিষ্ণু, দোলাচল মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল, তারই ভিত্তিভূমিতে সকলের অগোচরে উপ্ত হয়েছিল ট্র্যাজেডির বীজ। ট্র্যাজেডির বৃক্ষ ডালপালা বিস্তার করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে পোস্টমাস্টারকে নয়, রতনকে। পোস্টমাস্টার উলাপুর গ্রামকে ভালোবাসতে পারেন নি। সর্বদাই তাঁর মনে হয়েছে ।

"......যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে দ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্র সন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।"

উলাপুর গ্রামের সামান্য বেতনের পোস্টমাস্টারেরপ্রাসদ্ধ দৈনন্দিন জীবনের কথামালায় এক ঝলক তাজা হাওয়া বারো-তেরো বছরের রতন। অনাথা বালিকাটি পোস্টমাস্টারের ফরমায়েস খাটে, খাবার বেড়ে দেয়, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠ নেয়, আবার নিঃসঙ্গ প্রবাসের বর্ষায় ঘনঘটায় রোগ-কাতর পোস্টমাস্টারের বিছানার পাশে তাঁর স্নেহময়ী জননী ও দিদির জায়গটি দখল করে নেয়। তবুও রতন তার ট্র্যাজিক পরিণতি উপেক্ষা করতে পারে না। দরখাস্ত-নামঞ্জুর হওয়ায় পোস্টমাস্টার কাজে ইস্তফা দিয়ে ফিরে চললেন কোলকাতা।

"....অনেকক্ষন আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।
কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নঘরে টি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায়অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্তহইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"
পোস্টমাস্টার হাসিয়া কাহিলেন, "সে কি করে হবে।"
ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।
সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধবনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, সে কী করে হবে'।
রতনের বেদনা-গভীর ট্র্যাজেডি আরো ঘনীভূত হয়েছে পোস্টমাস্টারের সঙ্গী হতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়। সে পোস্টমাস্টারের সাথে যেতে না চাইলেও যথেষ্টে বেদনা তার বুকে বাজতই, কিন্তু সেই বেদনা অনেক গভীর এবং মর্মান্তিক হলো যেতে চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়। পোস্টমাস্টারের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে অনাথা রতন মাঝে মাঝেই উস্কে দিতো তার অস্পষ্ট স্মৃতির প্রদীপখানি। হয়তো বা আত্মীয় সম্পর্ক রিক্ত বিচ্ছিন্ন সত্তাটি তাঁর সাথে মধুর পারিবারিক সম্পর্কের একটি অস্পষ্ট রোমান্স-রসেরও স্বাদ পেয়েছিল। এটিই ছিল ঐ সময়ের তার জীবনের এক মহান প্রাপ্তি--যা তার কাছে শূন্য হয়ে উলাপুর থেকে পোস্টমাস্টারের বিদায়ে। এই বেদনার কোন চারা নেই।

শ সাহিত্য আধুনিকতার মাত্রা খুঁজে পেয়েছিল আলেকজান্দার পুশকিনের অমর সাহিত্য সাধনায়। শ গদ্যে সর্বপ্রথম তিনিই এনেছিলেন প্রাণের জোয়ার, যৌবনের কলধবনি। ছোটগল্পের ফুসফুসে তিনিই ডেকে এনেছিলেন তাজা হাওয়া। সাধারণ মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অশ্রু-ঘাম রক্ত, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের প্রাণোচ্ছল দিনলিপি প্রতিফলিত হলো তাঁর ছোটগল্পে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে ডাকবাবু চরিত্র। জন্ম নিয়েছে 'দ্য পোস্টমাস্টার'। রবীন্দ্রনাথ দু' চোখ ভরে দেখেছেন পদ্মার দু-তীর, তীরের মানুষ, তাদের দিন যাপন আর প্রাণধারণের গ্লানি-নুন আনতে পান্‌তা ফুরোনো প্রাত্যহিকতার কথামালা, আর এইভাবেই সময়ের সুতো দু'হাতে পেঁচিয়ে পথ চলতে চলতে জন্ম নিয়েছে উলাপুর গ্রামের ডাকবাবু-- 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্প। দুই দিগন্তের দুই ডাকবাবু, অথচ আশ্চর্য মিল। দু'জনের ট্র্যাজেডির প্রকৃতিও এক নয়, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দু'টি মন ও মনন যেন পরস্পরের আত্মীয়। এ বন্ধন যেন কোন আত্মিক বন্ধন যা দেশকালের সীমানা মানে না।

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com